



225160 - উপদশে দয়োর আদবসমূহ

প্রশ্ন

কাউকে উপদশে দয়োর রূপরখো কি? উপদশে কিনির্জনে দতিবে হব্বে; নাকি সবার সামনে? কে উপদশে দয়োর যোগ্য?।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

উপদশে হচ্ছো মুসলমি ভ্রাতৃত্বেরে গুরুত্বপূর্ণ একটা আলামত। এটা পূর্ণ ঈমান ও পরপূর্ণ ইহসান শ্রণীর গুণ। কারণ কোন মুসলমি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেরে জন্ম যা ভালবাসে তার মুসলমি ভাই-এর জন্মেও তা ভালবাসে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেরে জন্ম যা অপছন্দ করে তার মুসলমি ভাই-এর জন্মেও তা অপছন্দ করে। আর এটাই হচ্ছো- উপদশে দয়োর প্রেরণা।

সহি বুখারী (৫৭) ও সহি মুসলমি (৫৬)-এ জাবরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসছে যে, তিনি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে হাতে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, নামায আদায় করব, যাকাত প্রদান করব এবং প্রতিযকে মুসলমিরে কল্যাণ কামনা করব।”

সহি মুসলমি (৫৫) তামমি আদ-দারি (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “দ্বীন হচ্ছো- নাসীহা (উপদশে, কল্যাণ কামনা)। আমরা বললাম: কার জন্ম? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্ম, তাঁর কতিবেরে জন্ম, তাঁর রাসূলেরে জন্ম, মুসলমি নেত্ববর্গেরে জন্ম এবং সাধারণ মুসলমানদেরে জন্ম।”

ইবনুল আছরি (রহঃ) বলেন:

সাধারণ মুসলমানদেরে জন্ম নসীহত হচ্ছো- তাদেরকে নিজদেরে কল্যাণেরে দিক-নির্দেশনা দয়ো। [আন-নহিয়া (৫/১৪২) থেকে সমাপ্ত]

নসীহা পশে করার সাধারণ কিছু শিষ্টাচার রয়েছে কামলপ্রাণ উপদশেদাতার এ শিষ্টাচারগুলতে ভূষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়:

উপদশে দয়োর প্রেরণা যনে হয় মুসলমি ভাই-এর কল্যাণ সাধন করার ভালবাসা থেকে এবং অকল্যাণকে অপছন্দ করা থেকে।

ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: আর মুসলমানদেরে প্রতি নসীহা হচ্ছো: নিজেরে জন্ম যা ভালবাসে তাদেরে জন্মেও সটোক ভালবাসা।



নজিরে জন্ম যটোকো অপছন্দ করে তাদরে জন্মও সটোকো অপছন্দ করা। তাদরে প্রতি দয়াশীল হওয়া, ছোটদেরকে স্নহে করা, বড়দেরকে শ্রদ্ধা করা। তাদরে দুঃখে দুঃখী হওয়া। তাদরে খুশিতে আনন্দতি হওয়া; যদিও এতে তার দুনিয়াবী ক্ষতি হোক না কেন; যমেন জনিসিপত্রে দাম কমো যাওয়া; ফলে সে যা কিছু বক্রিকরে ব্যবসা করে তাতে লাভ না হওয়া। অনুরূপ কথা প্রযোজ্য সাধারণভাবে যা কিছু মুসলমি উম্মাহর ক্ষতিকরে সে ক্ষত্রেও। যা কিছু তাদরে সংশোধন করবে, তাদরে মলেবন্ধনকে অটুট রাখবে, নয়োমতরে ধারা অব্যাহত রাখবে সটোকো ভালবাসা। শত্রুর বিরুদ্ধে তাদরে বজ্রী হওয়াকে এবং তাদরে থেকে সব ধরণের বপিদ ও অনষ্টি দূরীভূত করাকে ভালবাসা। আবু আমর ইবনুস সালাহ বলেন: নসীহা হচ্ছো এমন একটা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা উপদেশদাতার পক্ষ থেকে উপদেশগ্রহীতার যাবতীয় উপায়ে সব ধরণের হতিকামনা ও হতি সাধনকে বুঝায়। [জামেউল উমূললি হকিম (পৃষ্ঠা-৮০)]

উপদেশে বা নসীহা পশে করার ক্ষত্রে মুখলসি তথা আন্তরিকি হওয়া। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করা। মুসলমি ভাই-এর উপর বড়ত্ব ও শ্রেষ্টত্ব জাহরি করা নয়।

উপদেশে হতে হবে নরিভজোল ও খয়োনত মুক্ত। শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন: النصح (আন-নুসহ) শব্দরে অর্থ হচ্ছো- যে কোনে কিছুতে ঐকান্তিকিতা, তাতে ভজোল ও খয়োনত না থাকা। আরবদরে কথায় এর উদাহরণ হচ্ছো- نصح ناهب অর্থ খাঁটা সোনো অর্থাৎ ভজোলমুক্ত সোনো। আরও বলা হয়: غسل ناصح অর্থ ভজোল ও মোম মুক্ত মধু। [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায, (৫/৯০) থেকে সমাপ্ত]

উপদেশে দয়োর উদ্দেশ্য যনে না দোষারোপ করা বা ভরৎসনা করা। ইবনে রজব (রহঃ) এর একটা বিশিষে পুস্তকি রয়ছে: ‘আল-ফারকু বাইনান নাসহি ওয়াত তা’যীর’ (উপদেশে ও ভরৎসনা এর মধ্যযে পার্থক্য)।

উপদেশে দতি হবে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার চতেনা নয়ি। কর্কশ ও কঠনি ভাষায় নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আপনি মানুষকে দাওয়াত দনি আপনার রবরে পথে হকিমত ও সদুপদেশে দ্বারা এবং তাদরে সাথে সাথে তর্ক করবনে উত্তম পন্থায়।” [সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫]

উপদেশে হতে হবে জ্ঞাননরিভর, ব্যাখ্যামূলক ও যুক্তভিত্তিকি। শাইখ সা’দী (রহঃ) বলেন: হকিমত হচ্ছো- জ্ঞানের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া; অজ্ঞতার ভিত্তিতে নয় এবং অধিকি গুরুত্বপূর্ণটি আগে শুরু করা; এরপর পররেটি। এবং মানুষরে স্মৃতিশক্তি ও বোধশক্তির যটো কাছাকাছি সটো দয়ি শুরু করা। যটো মানুষ পুরোপুরি গ্রহণ করবে সটো দয়ি শুরু করা। কোমলতা ও নম্রতা দয়ি দাওয়াত দয়ো। যদি জ্ঞানের প্রতি নিতস্বীকার করে তাহলে ভাল; নচৎে সদুপদেশে দয়োর পন্থা অবলম্বন করবে। আর তা হল- উৎসাহ প্রদান ও ভীতপ্রদর্শনের মাধ্যমে আদশে ও নরিদশে। যদি দাওয়াতরে টার্গেটকৃত ব্যক্তিমনে করে যে, সে যটোর উপর আছে সটো হক্ব কথিবা সে বাতলি এর দকি আহ্বান করে সক্ষেত্রে তার সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক করতে হবে। এগুলো হচ্ছো- দাওয়াতরে পন্থা; যুক্তির নরিখি ও শরয়িতরে দৃষ্টিতে এ গুলোর মাধ্যমে



দাওয়াত দলি সাড়া দয়ার সম্ভাবনা অধিক। এর মধ্যে রয়েছে টারগটেক্ত ব্যক্তিতে সব দলিলে বশ্বাস করে সেগুলো দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করা। এটি উদ্দেশ্যে হাছলিরে সর্বোত্তম পন্থা। বতিরক যনে ঝগড়াঝাঁটি ও গালাগালতি পরণিত না হয়। তাহলে উদ্দেশ্যে ভসেতে যাবে, কোন লাভ হবে না। বতিরকরে উদ্দেশ্যে যনে হয় মানুষকে সত্যরে পথ দেখানো; তাদরেকে পরাজতি করা নয়।[তাফসরিরে সা'দী (পৃষ্ঠা-৪৫২) থেকে সমাপ্ত]

উপদশে দতি হবে গোপনে। প্রকাশ্যে মানুষরে সামনে নয়। তবে, কল্যাণরে দকি প্রবল হলে প্রকাশ্যে উপদশে দয়ো যতে পারে। ইবনে রজব (রহঃ) বলনে: সলফে সালহেীন যখন কাউকে উপদশে দতি চাইতনে তখন তারা তাকে গোপনে সদুপদশে দতিনে। এমনকি তাদরে কটে কটে বলছেন: য়ে ব্যক্তিতার মুসলমি ভাইকে একান্তে উপদশে দয়িছে সেটাই নসীহা। আর য়ে ব্যক্তিমামুষরে সামনে সদুপদশে দয়িছে সে তাকে ভরৎসনা করছে। ফুযাইল (রহঃ) বলনে: ঈমানদার লোক দোষ গোপন রাখতে ও উপদশে দয়ে। আর পাপী লোক বহেজ্জত করে ও ভরৎসনা করে।[জামউিল উলুমি ওয়াল হকাম (১/২৩৬) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে হাযম (রহঃ) বলনে: যদি তুমি উপদশে দতি চাও তাহলে গোপনে দাও; প্রকাশ্যে নয়। ইঙগতি দাও, সরাসরিনয়। যদি সে তোমার ইঙগতি না বুঝে তাহলে সরাসরি উপদশে দয়ো ছাড়া উপায় নহে...। যদি তুমি এ দকিগুলো এড়িয়ে যাও তাহলে তুমি জালমি; তুমি হতিষী নও।[আল-আখলাক ওয়াস সয়্যির (পৃষ্ঠা-৪৫) থেকে সমাপ্ত]

তবে, প্রকাশ্যে উপদশে দানরে মধ্যে যদি কোন অগ্রগণ্য কল্যাণ থাকে তাহলে প্রকাশ্যে উপদশে দতি কোন আপত্তি নহে। উদাহরণত য়ে ব্যক্তিকোন আকদার মাসয়ালায় জনসম্মুখে ভুল করছে; যাত করে তার কথা দ্বারা মানুষ বিভিন্নত না হয় এবং তার ভুলরে অনুসরণ না করে। অনুরূপভাবে য়ে ব্যক্তিসুদকে জায়যে বলে প্রকাশ্যে তার প্রত্যুত্তর দয়ো। কহিবা য়ে ব্যক্তিমামুষরে মাঝে বদিত ও পাপকর্মরে প্রসার ঘটায়। এ ধরণরে লোককে প্রকাশ্যে উপদশে দয়ো শরয়িতসম্মত। বরং কখনও কখনও অগ্রগণ্য কল্যাণ হাছলি ও প্রবল সম্ভাবনাময় ক্ষতি প্রতিরোধার্থে ওয়াজবি।

ইবনে রজব (রহঃ) বলনে: যদি তার উদ্দেশ্যে হয় নছিক সত্যকে তুলে ধরা এবং যাত করে মানুষ বক্তার ভুল কথা দ্বারা প্রতারতি না হয় তাহলে নঃসন্দহে সে ব্যক্তিতার নয়িতরে কারণে সওয়াব পাবে। তার এ কর্ম ও এ নয়িতরে মাধ্যমে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, মুসলমি নত্বেবর্গ ও সাধারণ মুসলমানদরে কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত হবে।[আল-ফারকু বাইনান নাসীহা ওয়াত তা'য়ীর (পৃষ্ঠা-৭)]

উপদশেদাতা সবচয়ে সুন্দর ভাষা নরিবাচন করা এবং উপদশে গ্রহীতার সাথে কামল হওয়া ও নরম ভাষা ব্যবহার করা।

গোপন বিষয় গোপন রাখা, মুসলমিরে ত্রুটি লুকয়িরে রাখা, সম্মানে আঘাত না করা। উপদশেদাতা হছনে- দয়ালু, কামলপ্রাণ, কল্যাণকামী, দোষ গোপন রাখতে আগ্রহী।

উপদশে দয়ার আগে যাচাইবাছাই করে নশ্চতি হওয়া। ধারণার উপর নরিভর না করা। যাত করে তার মুসলমি ভাই-এর মাঝে



যে দোষ নাই তার উপর সবে দোষ আরোপ না করা হয়।

উপদশে দয়োর জন্য উপযুক্ত সময় নরিবাচন করা। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: “অন্তরগুলোর স্পৃহা ও চঞ্চলতা আছে। আবার জড়তা ও পছিটান আছে। সুতরাং স্পৃহা ও চঞ্চলতার সময় অন্তরগুলোকে কাজে লাগাও এবং জড়তা ও পছিটানরে সময় ছাড় দাও।” [ইবনুল মুবারক ‘আল-যুদহ’ (নং-১৩৩১) উক্তটি বর্ণনা করছেন]

উপদশেদানকারী মানুষকে যে আদশে দিচ্ছেন নিজি সেটোর উপর আমলকারী হওয়া এবং যা থেকে নিষিধে করছেন নিজি সেটো বর্জনকারী হওয়া। আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলকে তাদের কথা ও কাজরে অমলিরে কারণে তরিস্কার করে বলেন: “তমেমরা কি মানুষকে সংকরমরে নরিদশে দাও এবং নিজিরো নিজিদেেরকে ভুলে যাও, অথচ তমেমরা কতিব পাঠ কর? তবুও কতি তমেমরা চন্তি কর না?” [সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৪] যে ব্যক্তি মানুষকে সংকাজরে আদশে করে কন্তি নিজি করে না এবং অসং কাজ থেকে নিষিধে করে কন্তি নিজি সেটো করে তার ব্যাপারে কঠনি হুশিয়ারি এসছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।